নির্বাচন কমিশন
বাংলাদেশ
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.১৩(অংশ-৩).৪৯৮

তারিখঃ ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ / ০৮ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

ফ্যাক্স : ৯১৮০৭৮২

ই-মেইল : mihir_sm@yahoo.com

ওয়েব সাইট : www.ecs.gov.bd

ফোন : ৯১৮০৬৫৩ (অফিস)

প্রেরক : **মিহির সারওয়ার মোর্শেদ**
উপ-সচিব
নির্বাচন পরিচালনা-১

প্রাপক : ১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ও রিটার্নিং অফিসার
২। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
৩। জেলা প্রশাসক, ...(সকল)
ও
রিটার্নিং অফিসার

পরিপত্র-৮

বিষয় : দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতীক বরাদ্দ, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশ, প্রার্থীর মৃত্যুবরণ, বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানাচ্ছি যে, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর প্রার্থী পদ চূড়ান্ত হবে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর 2(vi) অনুসারে উক্ত চূড়ান্ত প্রার্থীগণকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বলা হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের মধ্যেই নির্বাচন সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের অনুকূলে প্রতীক বরাদ্দ করতঃ তার ভিত্তিতে মুদ্রণকৃত ব্যালট পেপারে ভোটগ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে এ পরিপত্রে নির্দেশাবলী রয়েছে।

২। **প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের পর কার্যক্রম:** প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের নির্ধারিত দিনের পরবর্তী দিনে অর্থাৎ **১৪ ডিসেম্বর ২০১৩** তারিখে আপনাকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশ করতে হবে এবং আইন ও বিধি অনুসারে নির্ধারিত ফরম-৫ এ বিধৃত তালিকায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম, ঠিকানা এবং প্রতীক সন্নিবেশ করতে হবে।

৩। **নির্বাচনি প্রতীক বরাদ্দ:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ২০ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর যদি কোন নির্বাচনি এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হয় তা হলে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নিম্নরূপভাবে প্রতীক বরাদ্দ করার বিধান রয়েছেঃ

(১) রেজিস্ট্রিকৃত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে উক্ত দলের অনুকূলে সংরক্ষিত প্রতীক বরাদ্দ করা;

(২) স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে কমিশনের নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে বিধি অনুসারে নির্ধারিত কোন প্রতীক বরাদ্দ করা এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর অনুকূলে প্রতীক বরাদ্দের সময় যতদূর সম্ভব প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

৪। **রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক:** নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর ৯ বিধিতে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের অনুকূলে প্রতীক সংরক্ষণের বিধান রয়েছে। মনোনয়নপত্রের সাথেই কোন দলের কোন প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া হয়েছে তা উল্লেখ থাকবে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পূর্বে রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের মনোনয়ন চূড়ান্ত করবেন। তদনুযায়ী রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট দলের সংরক্ষিত প্রতীক উক্ত দলের মনোনীত প্রার্থীকে বরাদ্দ করবেন। তবে প্রতীক বরাদ্দের পূর্বে প্রার্থী কোন্ রাজনৈতিক

দল কর্তৃক মনোনীত হয়েছেন সে সম্পর্কে দলিলাদি দ্বারা প্রমাণের ভিত্তিতে নিশ্চিত হবেন। কারণ তা তার প্রচারণার জন্য প্রয়োজন হবে। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীকের তালিকা পরিশিষ্ট-ক এ দেয়া হলো।

৫। **জোটভুক্ত দলের প্রতীক:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২০(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সময়সূচির প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পর তিন দিনের মধ্যে কমিশনের নিকট পেশকৃত কোন দরখাস্ত মোতাবেক দুই বা ততোধিক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক যৌথভাবে মনোনীত প্রার্থীকে কমিশন কর্তৃক উক্ত দলগুলোর জন্য সংরক্ষিত প্রতীকসমূহের মধ্য হতে কোন একটি প্রতীক বরাদ্দ করতে পারবেন।

৬। **স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রতীক:** রাজনৈতিক দলসমূহের অনুকূলে প্রতীক সংরক্ষণের পর নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর ৯ বিধিতে উল্লিখিত যে সমস্ত প্রতীক উদ্বৃত্ত থাকবে সে সমস্ত প্রতীক হতে, যতদূর সম্ভব প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ইচ্ছাকে বিবেচনায় রেখে স্বতন্ত্র প্রার্থীগণের অনুকূলে প্রতীক বরাদ্দ করতে হবে। একই প্রতীক বরাদ্দের জন্য একাধিক প্রার্থী দাবী জানালে তাদেরকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রতীক পছন্দের আহবান জানাতে পারেন। যদি তারা সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হন তাহলে আপনি লটারীর আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন। উল্লেখ্য যে, একাধিক স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে কোন প্রার্থী ইতোপূর্বে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকলে তিনি তার পছন্দের প্রতীক প্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ পাওয়ার অধিকারী হবেন যদি না তা কোন দলের জন্য সংরক্ষিত হয় বা ইতোমধ্যে অন্য কাকেও বরাদ্দ করা হয়।

৭। **প্রার্থীকে প্রতীকের নমুনা প্রদান:** প্রতীক বরাদ্দের পর পরই প্রতীকের একটি নমুনা সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে সরবরাহ করবেন। কারণ তা তার প্রচারণার জন্য প্রয়োজন হবে। নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে প্রতীকসমূহের নমুনা পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য যে, বিধিতে উল্লিখিত প্রতীকের নমুনা সম্বলিত পোস্টার প্রস্তুত করে আপনার নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৮। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকায় প্রতীক সন্নিবেশন:** নির্বাচনি প্রতীক বরাদ্দের পর গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১৬-এর দফা (৫) এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৭ অনুসারে আপনি প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পরের দিন বিধিমালায় বর্ণিত ৫নং ফরমে নির্ধারিত তালিকার ২নং কলামে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম **বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজিয়ে লিপিবদ্ধ করবেন** এবং প্রত্যেকের নামের বিপরীতে ৩নং কলামে মনোনয়ন প্রদানকারী রাজনৈতিক দলের নাম বা স্বতন্ত্র উল্লেখপূর্বক ৪নং কলামে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পিতা/স্বামীর নাম, ৫নং কলামে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ঠিকানা এবং ৬নং কলামে বরাদ্দকৃত প্রতীক উল্লেখ করতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকার নির্দিষ্ট স্থানে ভোটগ্রহণের **দিন ও সময়** উল্লেখ করতে হবে। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনে **সকাল ০৮-০০ ঘটিকা হইতে বিকাল ০৪-০০** টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণের কাজ চলবে।

৯। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তালিকা সত্বর নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ:** নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৭ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকার ভিত্তিতে বিধি ১০ অনুসারে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ব্যালট পেপার মুদ্রণ করতে হবে। নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৭ এর উপ-বিধি (৩) অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রণয়নের পর তার এক কপি আপনার অফিসের দৃষ্টি আকর্ষণীয় স্থানে টাংগিয়ে দিবেন এবং প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্টকে এক কপি প্রদান করবেন। এতদভিন্ন প্রতীক বরাদ্দের কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তালিকার **দুই কপি** প্রস্তুত করে বিশেষ বার্তাবাহক মারফত নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন। আরও উল্লেখ্য যে, **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রেরণে যাতে কোন বিলম্ব না হয় অবশ্যই তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।** কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রাপ্তির সংগে সংগে ব্যালট পেপার এবং পোস্টাল ব্যালট পেপার মুদ্রণ করে যথাসময়ে সরবরাহ করতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা নির্ভুল হতে হবে। কারণ তালিকায় ভুল তথ্য পরিবেশিত হলে মুদ্রিত ব্যালট পেপারে তার প্রতিফলন ঘটবে, যার পরিণতি মারাত্মক হবে। অতএব প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রণয়নের সময় আপনাকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। **ব্যালট পেপার মুদ্রণের সুবিধার্থে আপনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকার উপরিভাগে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার প্রকৃত ভোটার সংখ্যা লিপিবদ্ধ করবেন।**

১০। **প্রার্থীর মৃত্যুবরণ:** প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেননি এমন কোন বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা ৯১এ ও ৯১ই অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী যদি প্রার্থিতা বাতিল হয়, তবে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ অনুচ্ছেদ ১৭(১) অনুসারে আপনাকে গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার নির্বাচন কার্যক্রম বাতিল করতে হবে। অতঃপর গৃহীত ব্যবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হবে। কমিশন উক্ত নির্বাচনি এলাকার জন্য নতুন নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা করবেন। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠানে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তবে উক্ত বিধানের শর্ত অনুসারে এরূপ বাতিলকৃত সময়সূচিতে যারা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন, তাদের পরবর্তী কার্যক্রমে নতুন করে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে না এবং জামানতের অর্থও জমা দিতে হবে না।

১১। **রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে মনোনয়ন পত্র গ্রহণ, বাছাই অথবা প্রার্থিতা প্রত্যাহারের কাজ মুলতুবিকরণ:** নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে যদি মনোনয়নপত্র গ্রহণ, বাছাই অথবা প্রার্থিতা প্রত্যাহার সম্পর্কিত কাজ নির্দিষ্ট দিনে সম্পন্ন না করা যায়, তবে আদেশের অনুচ্ছেদ ১৮ অনুসারে আপনি উল্লিখিত কার্যক্রম বাতিল অথবা মুলতুবি করতে পারবেন এবং কমিশনের অনুমোদনক্রমে, বাতিলকৃত অথবা মুলতুবি কার্যক্রম পরিচালনা করবার জন্য গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আপনাকে অন্য একটি দিন ধার্য করতে হবে। প্রয়োজন হলে পরবর্তী কার্যক্রমের স্বার্থে কমিশনের অনুমোদনক্রমে দিনক্ষণ নির্ধারণ করতে হবে।

১২। **বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ ,এর অনুচ্ছেদ ১৪ এর অধীন মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর যদি কেবলমাত্র একজন বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী থাকেন অথবা অনুচ্ছেদ ১৬ অনুসারে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর যদি কেবলমাত্র একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী থাকেন, তাহলে অনুচ্ছেদ ১৯-এর বিধান অনুসরণ করে উক্ত প্রার্থীকে আপনি গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর কোন প্রার্থী রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ধার্যকৃত সময়সীমার মধ্যে আপিল দায়ের না করলে একমাত্র বৈধ প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা যাবে, অথবা আপিল দায়ের হলে কমিশন কর্তৃক আপিলে প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যদি একমাত্র প্রার্থীকে বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়, তবে ঘোষণার পর আদেশের অনুচ্ছেদ ১৯-এর দফা (২)-এর বিধান অনুসারে নির্বাচন কমিশনের নিকট একটি রিটার্ন দাখিল করতে হবে। তবে একমাত্র প্রার্থীর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সম্ভাবনাও থাকতে পারে বিধায় প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত শেষ দিন অতিক্রম না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচিত ঘোষণা করা বা রিটার্ন দেয়া যাবে না।

০৮-১২-২০১৩

(মিহির সারওয়ার মোর্শেদ)
উপ-সচিব
নির্বাচন পরিচালনা-১

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.১৩(অংশ-৩).৪৯৮

তারিখঃ ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ / ০৮ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা
৫. সচিব (আপন/জন বিভাগ), রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
৬. সচিব,..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৭. মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)/আনসার ও ভিডিপি/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, র‍্যাপিড এ্যাকশান ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব), ঢাকা
৯. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
১১. বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/রংপুর
১২. উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, ...(সকল রেঞ্জ)
১৩. মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, ...(সকল)
১৪. যুগ্ম-সচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৫. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৬. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৭. জেলা প্রশাসক, ...(সকল) ও রিটার্নিং অফিসার
১৮. পুলিশ সুপার, ...(সকল)

১৯. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ...(সকল)

২০. উপ-সচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

২১. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

২২. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ...(সকল)

২৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সকল) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার

২৪. .....ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার

২৫. জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ...(সকল)

২৬. জেলা তথ্য অফিসার, ...(সকল)

২৭. একান্ত সচিব, মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ও সচিব মহোদয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা '(মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ও সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২৮. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ...(সকল)

২৯. অফিসার ইনচার্জ, ...(সকল)

৩০. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

(মোঃ ফরহাদ হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা-১
ফোনঃ ৯১৮০৭৮৪

পরিশিষ্ট-ক

নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীকের তালিকা

ক্রমিক	নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নাম	সংরক্ষিত প্রতীক
১.	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	ছাতা
২.	জাতীয় পার্টি-জেপি	বাই-সাইকেল
৩.	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম.এল)	চাকা
৪.	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	গামছা
৫.	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	কাস্তে
৬.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা
৭.	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বি.এন.পি	ধানের শীষ
৮.	গণতন্ত্রী পার্টি	কবুতর
৯.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	কুঁড়েঘর
১০.	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	হাতুরী
১১.	বিকল্প ধারা বাংলাদেশ	কুলা
১২.	জাতীয় পার্টি	লাঙ্গল
১৩.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ	মশাল
	***বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী**	**দাঁড়িপাল্লা** * মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক রিট পিটিশন নং ৬৩০/২০০৯ এর উপর ০১ আগস্ট ২০১৩ তারিখে প্রদত্ত রায়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর নিবন্ধন অবৈধ ঘোষিত হয়েছে।
১৪.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	তারা
১৫.	জাকের পার্টি	গোলাপ ফুল
১৬.	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল	মই
১৭.	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি	গরুর গাড়ী
১৮.	বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	ফুলের মালা
১৯.	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	বটগাছ
২০.	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	হারিকেন
২১.	ন্যাশনাল পিপলস পার্টি	আম
২২.	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	খেজুর গাছ
২৩.	গণ ফোরাম	উদীয়মান সূর্য
২৪.	গণফ্রন্ট	মাছ
২৫.	প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল	বাঘ
২৬.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ	গাভী
২৭.	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি	কাঁঠাল
২৮.	ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন	চাবি
২৯.	ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ	চেয়ার
৩০.	বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	হাতঘড়ি
৩১.	ইসলামী ঐক্যজোট	মিনার
৩২.	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	রিক্সা
৩৩.	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	হাতপাখা
৩৪.	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	মোমবাতি
৩৫.	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	হক্কা
৩৬.	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	কোদাল
৩৭.	খেলাফত মজলিস	দেওয়াল ঘড়ি
৩৮.	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-বিএমএল	হাত (পাঞ্জা)
৩৯.	বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট	ছড়ি
৪০.	বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ	টেলিভিশন